প্রশ্ন 2 গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো। অথবা, 1982 সালের চিনের সংবিধানের অভিনব বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো। Features of the Constitution (1982) of China

উত্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রতিটি দেশের সংবিধানের কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সংবিধানেরও কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 1982 সালের চিনের সংবিধানের অভিনব বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

[1] **লিখিত সংবিধান:** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের 1982 সালের সংবিধান লিখিত। এই সংবিধানে প্রস্তাবনা-সহ চারটি অধ্যায়ে 138টি ধারা রয়েছে।

[2] **দুষ্পরিবর্তনীয়:** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সংবিধানটি প্রকৃতিগতভাবে দুষ্পরিবর্তনীয়। সংবিধানের 64 নং ধারা অনুসারে জাতীয় গণ-কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি বা জাতীয় কংগ্রেসের মোট ডেপুটিদের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশের অধিক ডেপুটি সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে। সেই প্রস্তাব আবার জাতীয় কংগ্রেসের মোট সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি ডেপুটি যদি সমর্থন জানায় তাহলে সংশোধিত হতে পারে।

[3] **সংবিধানের প্রাধান্য:** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের 1982 সালের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে 'রাষ্ট্রের মৌলিক আইন' হিসেবে সংবিধানকে গণ্য করা হয় এবং 'সর্বোচ্চ আইনগত কর্তৃত্ব' সংবিধানের হাতে রয়েছে। অর্থাৎ চিনে সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে।

[4] **প্রস্তাবনা:** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সংবিধানের শুরুতে একটি দীর্ঘ প্রস্তাবনা সংযুক্ত হয়েছে। এই প্রস্তাবনায় সংক্ষিপ্তভাবে চিনের ইতিহাস, রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে গৃহীত নীতি, কমিউনিস্ট দলের বৈপ্লবিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

[5] **বহুজাতিক রাষ্ট্র:** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের 1982 সালের সংবিধানের প্রস্তাবনায় চিনকে 'বহুজাতি সম্পন্ন রাষ্ট্র' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে রাষ্ট্রকে জাতির মধ্যে ক্ষমতা, ঐক্য এবং সহযোগিতা মজবুত করার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালানোর কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্র লক্ষ্য রাখবে, যাতে দেশের অভ্যন্তরে সংখ্যালঘু জাতিগুলি তাদের অধিকার রক্ষা করতে পারে। রাষ্ট্রকে এই সব কাজ নিরলসভাবে করে যেতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[6] **সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা:** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সংবিধানে চিনকে একটি 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের 1 নং ধারা অনুসারে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের প্রধান ব্যবস্থা হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। চিনের সংবিধানে কোনো ব্যক্তি বা কোনো সংস্থার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

[7] **সংবিধানের তাত্ত্বিক ভিত্তি:** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের বর্তমান সংবিধানের প্রস্তাবনার বর্ণনা অনুসারে সংবিধানের তাত্ত্বিক ভিত্তি হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও-জে-দং-এর চিন্তাধারা। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, মাও-জে-দং-এর চিন্তাধারা ও কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্ব চিনের জনগণকে জনগণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর স্থান দিয়েছে। এই চিন্তাধারায় বলা হয়েছে, শিল্প, কৃষি, জাতীয় প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ঘটানোর জন্য পরিশ্রম করবে এবং সমাজতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করবে।

Scanned with CamScanner

[8] **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র:** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনে সরকারের প্রধান নীতিসমূহ ও সিদ্ধান্তসমূহ কেন্দ্রীয় স্তরে গ্রহণ করা হয়। আবার এইসব গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তগুলিকে কেন্দ্রীয় স্তর থেকেই কার্যকর ও পরিচালনা করা হয়। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশের মতো চিনে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটেনি। সমগ্র চিনকে আঞ্চলিক কতকগুলি সরকারে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন—প্রদেশ, স্বয়ংশাসিত অঞ্চল, কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রাধীন। এ ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য নিম্নস্তরের সংস্থা—যাদের হাতে কেন্দ্রীয় সরকার কাজের দায়িত্ব বন্টন করে দিয়েছেন।

[9] **গণসার্বভৌমিকতার প্রতিষ্ঠা:** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সংবিধানের 2 নং ধারায় জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে জনগণের সার্বভৌমিকতার বাস্তব প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব হয়েছে। আবার সংবিধানের 27 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সকল সংগঠন বা সংস্থাকে জনগণের সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা করে কাজ করতে হবে। সংবিধানের 29 নং ধারায় দেশের সামরিক বাহিনীকেও জনকল্যাণের ব্যাপারে সচেতন ভাবে কাজ করতে বলা হয়েছে। তাই সার্বিক দিক থেকে বলা যায় যে, চিনের সংবিধানে 'গণসার্বভৌমিকতা' প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

[10] **রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি:** সংবিধান অনুসারে গণপ্রজাতন্ত্রী চিন হল শ্রমিক শ্রেণির দ্বারা পরিচালিত ও শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর (alliance) ওপর গড়ে ওঠা জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্বের অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রব্যবস্থার একদিকে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির তথা আপামর জনগণের আধিপত্য প্রকাশিত হয়েছে। আবার অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণকারী সংখ্যালঘুদের ওপর সর্বহারাদের প্রতিষ্ঠিত একনায়কত্ব।

[11] **গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা:** গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করার জন্য গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিটি অনুসরণ করা হয়েছে। 1982 সালের সংবিধানের 3 নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি দেশের সকল রাষ্ট্রীয় সংস্থা অনুসরণ করে চলবে। এক্ষেত্রে যেসব নীতি অনুসরণ করবে তা হল—[a] নিম্ন থেকে উচ্চ স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বসম্পন্ন সংস্থা গঠিত হবে। [b] রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি গণতন্ত্রের কাছে দায়িত্বশীল থাকবে। [c] নিম্নস্তরের সংস্থাগুলি উচ্চস্তরের সংস্থাগুলির সিদ্ধান্তকে মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

[12] **অধিকার ও কর্তব্য:** 1982 সালের সংবিধানে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 33 থেকে 56 নং ধারাগুলিতে মৌলিক অধিকার ও মৌলিক কর্তব্যগুলি একত্রিত করা হয়েছে। চিনের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি হল—সাম্যের অধিকার, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, বাক্ স্বাধীনতা ও মতামত জানানোর অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, দৈহিক স্বাধীনতার অধিকার, কাজের অধিকার, বিশ্রামের অধিকার, চিঠিপত্র আদানপ্রদানের অধিকার, সমালোচনা ও অভিযোগ জানানোর অধিকার প্রভৃতি।

[13] **রাষ্ট্রপতির স্থান:** চিনের সংবিধানে চিনের রাষ্ট্রপতিকে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের 79 নং ধারায় বলা হয়েছে জাতীয় গণ-কংগ্রেস দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। তিনি 5 বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং সর্বাধিক 10 বছরের বেশি তিনি নিজ পদে আসীন থাকতে পারেন না। সংবিধানের 80 এবং 81 নং ধারায় রাষ্ট্রপতির কার্যাবলির সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, গণপ্রজাতন্ত্রী চিনে কমিউনিস্ট দল সম্পর্কে সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে। কমিউনিস্ট দলকে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় আইন ও সংবিধানের অধীনে আনা হয়েছে।

Scanned with CamScanner